বিচিত্রমামার কাণ্ডকারখানা

বিপুল মজুমদার

লিইবার ফিয়েরা

হনুমান বিশেষজ্ঞ বিচিত্রমামা ১১

বিচিত্রমামার গোয়েন্দাগিরি ২০

বিটকেল সাইকেল ৩৩

বিচিত্রমামার সিক্স প্যাক অ্যাবস্ ৪০

বিচিত্রমামার হিরো দর্শন ৪৭

সাহিত্যসেবী বিচিত্রমামা ৫৩

উলটোমামার উলটো পুরাণ ৬১

মাশাদেবী ৭০

রহস্যভেদী বিচিত্রমামা ৭৯

মৌনী মামার মৌনভঙ্গ ৮৮

বিচিত্রমামার পশুপালন ৯৬

বিচিত্রমামার ঘোড়াশক্তি ১০৪

হাওয়াজ্ঞানী বিচিত্রমামা ১১১

সেলফি সংকট ১১৮

গবেষক বিচিত্রমামা ১২৫

মহিষাসুরের পাটকেল ১৩২

ছাত্রবন্ধু বিচিত্রমামা ১৪০

গনতকার বিচিত্রমামা ১৪৮

শব্দবিদ বিচিত্রমামা ১৫৬

সম্মোহন কাণ্ড ১৬৪

বাঘের লোম ১৭০

হনুমান বিশেষজ্ঞ বিচিত্রমামা

বছর তিনেক আগে পাড়ার এক নাটকে হনুমান সেজে বিরাট শোরগোল ফেলে দিয়েছিল বিচিত্রমামা। পাড়ার লোকেদের মুখে তখন একটাই কথা, হনুমানের চরিত্রে এত ভাল অভিনয় ইতিপূর্বে কোথাও নাকি দেখেনি তারা। কী অপূর্ব লম্ফঝম্ফ, দ্রুততার সঙ্গে কী দারুণ কলা খাওয়া, দাঁত খিঁচানোর পরপরই মুখ দিয়ে কী অসাধারণ হুপহুপ শব্দ!

এরপর এমন হল যে আশপাশের যেখানে যাত্রা বা নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে হনুমানের কোনও চরিত্র থাকলে তাতে সবার আগে ডাক পড়েছে বিচিত্রমামার।

তা এই ভাবেই গত তিনবছর হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করতে করতে বিচিত্রমামা আজ রীতিমতো এক হনুমান বিশেষজ্ঞ। অভিনয়ের সুবাদেই আশপাশের দশটা পাড়ার লোক তাকে একডাকে চেনে। অনেকে তো রাস্তায় তাকে দেখলে মুখ ফসকে বলেও ফেলে, "ওই দেখ, হুপহুপ মামা যাচ্ছে!"

এহেন হনুমান বিশেষজ্ঞ বিচিত্রমামা একদিন চাকরির এক পরীক্ষা দিতে পৌঁছে গেল দিল্লিতে। সঙ্গে ভাগনে শুভ। দিল্লিতে বিচিত্রর কাকার বাড়ি। বিরাট দোতলা বাড়িতে সর্বসাকুল্যে তিনজন মাত্র মানুষ—কাকা, কাকিমা, আর এক বুড়ো চাকর। সুতরাং থাকা খাওয়ার কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা এল অন্য একটা বিষয় থেকে। কাকারা দিল্লির যে বাড়িতে থাকেন ইদানীং সেখানে বাঁদরের ভীষণ উৎপাত। বাড়িতে লাগোয়া ফলফুলের যে বাগানটা রয়েছে, বাঁদরকুলের দৌরাত্ম্যে তারও প্রায় কাহিল অবস্থা। পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে শাখামৃগের দল বাগানের ফলফুলের দফারফা যেমন

বিচিত্রমামার গোয়েন্দাগিরি

এত তাড়াতাড়ি বিচিত্রমামার হাতে যে কেস এসে যাবে শুভ তা ভাবতেই পারেনি। মাসছয়েক আগে হঠাৎ একদিন ঝড়-জলের সন্ধ্যায় বিচিত্রমামার ঘাড়ে গোয়েন্দা হওয়ার ভূতটা চেপে বসেছিল। ভূতের তাড়নায় তারপরেই স্ব-শিক্ষিত গোয়েন্দা হতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছিল মামা। প্রথমে কয়েকমাস যেখানে যত গোয়েন্দা কাহিনি পেয়েছে গোগ্রাসে গিলেছে। শার্লক হোমস থেকে এরকুল পোয়ারো, ব্যোমকেশ বক্সী, থেকে প্রদোষ মিত্তির পর্যন্ত সব গোয়েন্দাকে গুলে খাওয়ার পর ফিংগারপ্রিন্টের বই, অপরাধীর মনস্তত্ব সংক্রান্ত বই নিয়েই বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। পরবর্তীকালে নিজেকে সাজানোর জন্য গুচ্ছের টাকা খরচ করে গোয়েন্দাগিরির নানারকম সাজসরঞ্জামও কিনে ফেলল। তার মধ্যে খেলনা পিস্তল, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, কালো চশমা যেমন ছিল, তেমনি ছিল লম্বা ঝুলের ওভারকোট, রবারের দস্তানা এবং একজোড়া কাউবয় টুপিও! তা মাসছয়েক কাটবার পর আত্মবিশ্বাসে টগবগ করে ফোটা বিচিত্রমামার মনে হল, এবার নিজেকে পরখ করে নেওয়ার সময় হয়েছে। হাত পাকানোর মতো ছোটখাটো একটা কেস এলে মন্দ হত না। ভাবতে না ভাবতেই ভোজবাজির মতো কেস এসে হাজির!

ক্লায়েন্ট লোকটা শুভর পরিচিত। ওদের পাশের পাড়াতেই থাকেন। একদিন বাজারে ঝগড়া করতে করতে পতিপক্ষকে জিদানের মতো যে গুঁতিয়ে দিয়েছিলেন সেই দৃশ্যটা শুভর এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখ করে বিচিত্রমামাকে বললেন, "আমার নাম নীলুবাবু। নীলমাধব

বিটকেল সাইকেল

সাইকেলটায় চাপতেই যন্ত্রণায় শুভর সর্বশরীর ঝনঝন করে উঠল। সাইকেল তো নয়, যেন শূলে চেপেছে! রংচটা মরচে ধরা ফ্রেম, অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত মাডগার্ড, বিবর্ণ জংধরা রিম, গ্যাটিজে-গ্যাটিজে ছয়লাপ টায়ার। তাপ্পিমারা টিউব, ব্রেক প্রায় ধরে না বললেই চলে, বসবার সিট টুটাফাটা, পাঁচ মিনিট পরপরই গিয়ার থেকে চেন পিছলে যায়...! খুঁজলে এই ধরনের অসংখ্য ত্রুটি পাওয়া যাবে। লোকে বলে এমন বিকট-দর্শন যন্ত্রটিকে রাস্তায় না নামিয়ে যাদুঘরে রেখে দেওয়াটাই সমীচীন ছিল।

কিন্তু বিচিত্রমামার সাফ কথা, পাবলিকে কী না বলে আর ছাগলে কী না খায়! যে যাই বলুক না কেন, সাইকেল বর্জন কিছুতেই সম্ভব নয়। যন্ত্রটা হাতে আসার পর থেকেই নাকি মামার ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যের ঘনঘটা। দু'-দু'বার ডাব্বা মারার পর বিএসসি পাস, জীবনর প্রথম লটারিতে একশো টাকার পুরস্কার প্রাপ্তি, যেমন খুশি সাজোতে হনুমান সেজে প্রথম হওয়া, অনেক দেরিতে হলেও নাকের নীচে সরু গোঁফের রেখা দেখা দেওয়া, সবই নাকি এই সাইকেলটার দৌলতেই! সুতরাং সাইকেল ত্যাগ নৈব নৈব চ!

মাসছয়েক আগের ঘটনা। ইলেকট্রিক বিল জমা দিতে বিচিত্রমামা গিয়েছিল কলোনি মোড়ের ইলেকট্রিক অফিসে। সদ্য কেনা ঝাঁ-চকচকে সাইকেলটাকে রাস্তার ধারে লক করে রেখে নিশ্চিন্তে লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিল জমা দিয়ে ফিরে এসে দেখে সাইকেলের বদলে পুরনো লজঝড়ে মার্কা একটা সাইকেল অকুস্থলে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তাই

বিচিত্রমামার সিক্স প্যাক অ্যাবস্

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিচিত্রমামা। তারপরই উত্তেজনায় কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল। সারা শরীর তিরতির করে কাঁপছে। কপালে বিন্দ বিন্দু ঘাম। একটা সময় জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছে উল্লাসে ফেটে পড়ল। উন্মত্তের মতো খানিক নাচাকোঁদা করে বলল, "মার দিয়া কেল্লা রে শুভ, মার দিয়া কেল্লা! এইমাত্র সিরিয়ালের ডিরেক্টর আমার পার্টটাকে কমফার্ম করেছে। আর কিছুদিন বাদেই আমাকে তোরা টিভির পর্দায় দেখতে পাবি। জ্যোতিষ চূড়ামণি ঘুটঘুটানন্দ ঠিকই বলেছিলেন, আমার জীবনে শিগগিরি নাকি একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটবে!"

মামাকে আনন্দে ভেসে যেতে দেখে পড়ার টেবিল ছেড়ে ছিটকে উঠে দাঁড়াল শুভ। দু'চোখ বিস্ফারিত করে বলল, "কীসের পার্ট পেলে মামা?"

বিচিত্রমামা উত্তেজিত "'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' সিরিয়ালে আমার পার্টটা হল একজন ভিলেনের। আপাতত মিনিটদুয়েকের একটা সিনে নাকি থাকছি। তবে সিরিয়াল তো, শুরু হলে থামাথামির কোনও ব্যাপার নেই! ডিরেক্টর সাহেব তাই বললেন, পরের কোনও এপিসোডে আবার সুযোগ করে দেবেন।"

সিরিয়ালের নামটা অখাদ্য হলেও বিচিত্রমামা যে ছোটপর্দায় মুখ দেখানোর সুযোগ পেয়েছে এটাই বড় কথা। তবে কথাটা হল শেষপর্যন্ত কিনা ভিলেন! অভিনয় হোক আর যাই হোক ভিলেনদের শুভ দু'চোখে দেখতে পারে না। সিরিয়ালগুলিতে আজকাল খলনায়ক নায়িকাদের খুব বাড়বাড়ন্ত। সর্বক্ষণ